বাজি ও ডি জে বিরোধী মঞ্চ, হুগলি

(খসড়া প্রস্তাব : সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের জন্য)

পরিবেশ ও দূষণের ক্ষেত্রটি বহুধা বিস্তৃত। বায়ু, জল, মাটি, নদী, সমুদ্র, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, বন্টন, সর্বত্রই দূষণের ভয়াবহ চিত্র। আমাদের সীমিত সাধ্যে এতগুলো দূষণের বিষয় নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। যদিও কাজ করতে পারলে অবশ্যই ভাল হত। কিন্তু যে দূষণ আমরা সাধ করে ডেকে আনছি ও নিত্য বিপর্যয় ঘটাচ্ছি, তার মধ্যে বাজি ও ডি জে বক্সের ব্যবহার অন্যতম। যে দূষণ আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে সচেতন মানুষের সঙঘবদ্ধ প্রতিরোধ নিতান্তই প্রয়োজন। কিছু পরিবেশ সচেতন মানুষের এই ভাবনারই প্রতিফলনে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে বাজি ও ডি জে বিরোধী মঞ্চ, হুগলী তৈরি হয়। অবশ্য হুগলী জেলায় এই ভাবনা এই প্রথম নয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে জেলার বহু সংগঠনই এই বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে আসছিল। এই মঞ্চের মাধ্যমে হুগলী জেলার প্রায় অর্ধশতাধিক সংগঠন (অধিকার, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসা) সহমতের ভিত্তিতে একত্রিত করে কাজে গতি আনতে অনেকটাই সফল হয়। গত ২২ মাসে মঞ্চ সারা জেলা জুড়ে এই সংগঠনগুলির সহযোগিতায় সাধ্যমত

* বাজি ও ডিজে বক্সের দূষণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের মধ্যে লাগাতার প্রচার, জনপ্রতিনিধি ও পৌরপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ, অভিযোগের প্রতিকার হল কি না দেখা ইত্যাদি কাজ করে এসেছে।
* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এসেছে।
* এবছর দুর্গাপূজার প্রাক্কালে ডিজে বক্সের ব্যবহার ও বাজি বন্ধের আবেদন জানিয়ে প্রবীণ নাগরিকদের মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি লেখায় সহায়তা করেছে। যে কাজ এখনও চলছে। মঞ্চের ব্যাপক সক্রিয়তার ফলে সংবাদমাধ্যমে মঞ্চ নিজের জায়গা করে নিয়েছে। লাগাতার অভিযোগ জানানোর ফলে জেলা প্রশাসনের কাছেও মঞ্চের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে, যদিও প্রশাসনের দিক থেকে সব অভিযোগের প্রতিকার হয়নি। আবার কাজ করতে গিয়ে মঞ্চের কোনো সদস্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, হুমকির মুখেও পড়েছে। মঞ্চ এও লক্ষ্য করেছে দু-একটি ক্ষেত্রে পুলিশই দুষ্কৃতকারীদের কাছে অভিযোগকারী মঞ্চের সদস্যদের নাম জানিয়ে দিয়েছে। যা বেআইনি।

এক নজরে হুগলী জেলার প্রশাসনিক চেহারাটি নিম্নরূপ —

জেলা সদর : চুঁচুড়া

মহকুমা ৪

১. চুঁচুড়া সদর মহকুমা (২) চন্দননগর মহকুমা (৩) শ্রীরামপুর মহকুমা (৪) আরামবাগ মহকুমা

ব্লক :— ১৮টি, গ্রাম পঞ্চায়েত— ২০৭ টি, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন— ১টি, পৌরসভা— ১২ টি, লোকসভার আসন— ৩টি, বিধানসভার আসন— ১৮টি, থানা— ২২টি

গত ২২ মাসের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে মঞ্চের উপলব্ধি হয় যে, মঞ্চকে একটি স্থায়ী সংগঠনের রূপ দেওয়া প্রয়োজন। মঞ্চের কার্যকলাপের এবং হুগলী জেলায় বাজি ও ডি জে বক্সের ব্যবহারের কারণে হওয়া দূষণে নথিবদ্ধকরণ প্রয়োজন। মঞ্চের কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, নচেৎ সারা জেলা জুড়ে কাজ করা যাবে না। এই মর্মে নীতিগত দিক থেকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার জন্য রাখা হল :

১. মঞ্চ শুধু বাজি ও ডিজে ঘটিত দূষণের বিরুদ্ধেই প্রচার ও প্রয়োজনী পদক্ষেপ নেবে। অন্যান্য দূষণের বিরুদ্ধে যে বা যাঁরা কাজ করছে, তাঁদের প্রতি মঞ্চের সমর্থন থাকবে, প্রয়োজনে মঞ্চ প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু সক্রিয় সহযোগিতা করা সম্ভব হবে না।
২. জাতি-ধর্ম-রাজনীতি নির্বিশেষে মঞ্চ এই দূষণের বিরোধিতা করবে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
৩. মূলত জেলার সদর ও মহকুমা আদালতে, প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে বা শীর্ষ আদালতে মঞ্চের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
৪. জেলার পরিবেশ দপ্তরে ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রয়োজনমতো ডেপুটেশন দেবে।
৫. মঞ্চের কাজকর্ম শুধু জেলার মানচিত্রের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠলে রাজ্য বা দেশ ব্যাপী বিস্তার লাভ করবে।
৬. কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন অভিযোগ জানাতে গিয়ে যদি বিপদে পড়ে বা হুমকির সম্মুখীন হয়, মঞ্চ সর্বশক্তি দিয়ে তার পাশে দাঁড়াবে, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবে, দোষীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করবে, প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবে। কিন্তু মঞ্চের কোনো সদস্য সংগঠন যদি মঞ্চের কাজকর্ম/আদর্শ/ উদ্দেশ্য বহির্ভূত কোনো অভিযোগের সম্মুখীন হয়, সেক্ষেত্রে মঞ্চ কোনো দায় নিতে অপারগ হবে।

মঞ্চের উদ্দেশ্য ঃ—

১. হুগলী জেলায় ডিজে ব্যবহার ও বাজির দূষণের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
২. শব্দদূষণের বিরুদ্ধে জেলার নাগরিক সমাজের মধ্যে সদর্থক এবং সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। কেবল পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নয়, সহমতের ভিত্তিতে মঞ্চের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রসারিত করা।
৩. পরবর্তী প্রজন্মকে সচেতন করতে স্কুল পর্যায়ে এই দূষণের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো।
৪. প্রতিটি প্রধান উৎসবের আগে পোস্টার, লিফলেট, দেওয়াল লিখন, সভা ও সমাজমাধ্যমে প্রচার চালানো।
৫. প্রতিটি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে, প্রচারের সময় শব্দসীমার নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিকভাবে শব্দদূষণের বিরুদ্ধে দাবীসনদ পেশ করা।
৬. ক্লাব সংগঠনগুলির সাথে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া।
৭. বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
৮. বাজি শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরা ও সাধ্যমতো তাঁদের পাশে দাঁড়ানো।
৯. সংগঠন কখনও কোনো দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন বা তার শাখা সংগঠনের সাথে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করবে না। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে আলোচনার সাপেক্ষে, সহমতের ভিত্তিতে নিয়ম শিথিল করতে পারবে।

এটি নিতান্তই খসড়া প্রস্তাব । সকলের সুচিন্তিত মতামতে চূড়ান্ত হবে। মঞ্চও আরও সমৃদ্ধ হবে আশা রাখি।

আহ্বায়ক
বাজি ও ডিজে বিরোধী মঞ্চ

বাজি ও ডিজে বিরোধী মঞ্চ-হুগলীর পক্ষে গৌতম সরকার কর্তৃক ৩১ অমূল্যকানন আবাসন, ফেজ-১, শ্রীরামপুর থেকে প্রচারিত ও প্রিন্টকো, বালি থেকে মুদ্রিত ।